Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 18-05-2026 15:44 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৩ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। সোমবার ১৮ মে ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৪৪ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

আমিরশাহীর পরমাণুকেন্দ্রে ড্রোন হামলার নিন্দা ভারতের

মাঝ আকাশে ভয়ংকর সংঘর্ষ, মাটিতে আছড়ে পড়ল দুই মার্কিন যুদ্ধবিমান

জিরো টলারেন্স ! প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, কাটমানির তদন্তে কমিটি গঠন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

# লক্ষ্মীর ভান্ডার পেলেই মিলবে ‘অন্নপূর্ণা ভান্ডার’

## বড় ঘোষণা সরকারের

টিনা প্রামাণিক ।। নয়া জামানা

বহুল চর্চিত ‘অন্নপূর্ণা ভান্ডার’ প্রকল্প নিয়ে অবশেষে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটল। রাজ্যের দ্বিতীয় ক্যাবিনেট (মন্ত্রিসভা) বৈঠকের পরই এই নতুন প্রকল্পের সুবিধা কারা পাবেন, তা নিয়ে বড় ঘোষণা করলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, রাজ্য সরকার অন্নপূর্ণা প্রকল্পে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দিয়ে দিয়েছে এবং আগামী পয়লা জুন থেকেই উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে এই প্রকল্পের টাকা মিলবে।মন্ত্রী জানান, রাজ্যে যারা ইতিমধ্যেই ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন, সেই সমস্ত উপভোক্তারাই সরাসরি এই নতুন অন্নপূর্ণা ভান্ডার প্রকল্পের আওতাভুক্ত হবেন। এর পাশাপাশি একটি বড় স্বস্তির খ বর দিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে, ট্রাইবুনালে আবেদনকারীরাও এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন না, তাঁরাও আপাতত অন্নপূর্ণা ভান্ডার পাবেন। তবে লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, ভোটার লিস্টের মাধ্যমে তাঁদের ব্যাপারে যাচাই করা হবে। সরকার জানিয়েছে, এই

প্রকল্পের জন্য শুধুমাত্র অনলাইনেই আবেদন করা যাবে।নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, প্রত্যেক মহিলা ও শিশুর উত্তরণের জন্য অন্নপূর্ণা ভান্ডার দেওয়া হবে। মাসে ৩ হাজার টাকা। সেই প্রতিশ্রুতি আজ পূরণ হল। এর পাশাপাশি রাজ্যের মহিলাদের জন্য আরও একটি বড় ঘোষণা করে তিনি জানান যে, এবার থেকে সরকারি বাসেও মহিলারা বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন। সরকারের এই ক্যাবিনেট সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের কোটি কোটি মহিলার আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা আরও জোরদার হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

দূরপাল্লার সরকারি বাসেও মহিলাদের যাতায়াত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। নবান্নে রাজ্য সরকারের দ্বিতীয় ক্যাবিনেট বৈঠকের পর এই ঘোষণা করলেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। বিজেপি আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, রাজ্যে ক্ষমতায় এলে সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন মহিলারা।

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পরই কথা রাখলেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যে সপ্তম পে কমিশনে সিলমোহর দিল রাজ্য সরকার। সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানান মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। ডিএ নিয়ে যদিও এদিনের বৈঠকে কোনও আলোচনা হয়নি। রাজ্য সরকারের এই ঘোষণায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি সরকারি কর্মীরা।

# ৩২ হাজার শিক্ষকের ভাগ্য এবার সুপ্রিম কোর্টে

**নয়া জামানা, কলকাতা ঃ** পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষায় ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের মামলাটি অবশেষে গ্রহণ করল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলার সব পক্ষকে নোটিশ ইস্যু করেছে। আগামী আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এই বিষয়ে পরবর্তী শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। মামলাটি গ্রহণ করার সময় বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করে জানান, যে শিক্ষকদের ওপর দেশের শিশুদের ভবিষ্যৎ ন্যস্ত রয়েছে, তাঁরা প্রকৃত অর্থেই যোগ্য কিনা তা খতিয়ে দেখা আদালতের দায়িত্ব।উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের প্রাথমিক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অনিয়ম ও

অ্যাপটিটিউড টেস্ট না নেওয়ার অভিযোগে ২০২৩ সালের মে মাসে তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এই ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে পরবর্তীতে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ মানবিক দিক বিবেচনা করে এবং দীর্ঘ ৯ বছরের চাকুরিকালীন অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে সিঙ্গল বেঞ্চের সেই রায় খারিজ করে দেয় এবং শিক্ষকদের চাকরি বহাল রাখে। ডিভিশন বেঞ্চের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। সর্বোচ্চ আদালত মামলাটি গ্রহণ করায় এখন ৩২ হাজার শিক্ষকের ভাগ্য নির্ধারণের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ওপর নির্ভর করছে।

# ধর্মীয় ভিত্তিক সব প্রকল্প বন্ধের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের

**নয়া জামানা, কলকাতা ঃ** পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা বদলের মাত্র ৯ দিনের মাথায় এক ঐতিহাসিক সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিল নতুন সরকার। সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, ধর্মীয় শ্রেণিভিত্তিক সমস্ত সরকারি প্রকল্প পুরোপুরি বন্ধ করা হচ্ছে।

চলতি মে মাস পর্যন্ত উপভোক্তারা আর্থিক সহায়তা পেলেও, আগামী জুন মাস থেকে তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের অধীনে থাকা ধর্মীয় শ্রেণিবিন্যাসের সব সহায়তামূলক প্রকল্পই এই সিদ্ধান্তের আওতায় পড়ছে। ফলে পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে চালু হওয়া ইমাম, মোয়াজ্জেম ও পুরোহিতদের মাসিক ভাতাও স্থায়ীভাবে বন্ধ হতে চলেছে।নির্বাচনী প্রচারে বিজেপির ‘ভাতা নয়, ভাতের’ স্লোগান ও সংকল্প পত্রের প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে এই পদক্ষেপ।

পূর্বতন জমানার এই ভাতাকে ‘তোষণের রাজনীতি’ ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড পঙ্গু করার ‘খয়রাতি সংস্কৃতি’ বলে দাবি করে, ক্ষমতায় এসেই ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সব বৈষম্যমূলক প্রকল্প বাতিল করল নতুন সরকার।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 18-05-2026 15:44 Page 2



# ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন মিষ্টির দোকান

**নয়া জামানা ডেক্স ঃ** উৎসব, বিয়ে, পুজো কিংবা অতিথি আপ্যায়ন; সবেতেই মিষ্টি অপরিহার্য। সম্প্রতি ভারতের সবচেয়ে পুরনো মিষ্টির দোকান নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র অনুযায়ী, উত্তরপ্রদেশের আগ্রার 'ভগত হালওয়াই'কেই ভারতের অন্যতম প্রাচীন মিষ্টির দোকান বলে মনে করা হয়। জানা যায়, ১৭৯৫ সালের আশেপাশে এই দোকানের যাত্রা শুরু। যদিও সেই সময়ের সরকারি নথি খুব বেশি পাওয়া যায় না, তবু প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা ঐতিহ্য এবং জনপ্রিয়তার কারণে 'ভগত হালওয়াই'-এর নাম ইতিহাসে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। তাজমহল দেখতে এলে অনেক পর্যটকই আজও এই দোকানের মিষ্টির স্বাদ নিতে ভোলেন না।এই দোকানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল; আজও পুরনো পদ্ধতিতে মিষ্টি তৈরি করা হয়। এখানকার পেড়া, লাড্ডু, বরফি ও দেশি ঘিয়ের মিষ্টি বিশেষ জনপ্রিয়। বহু মানুষের মতে, এই মিষ্টিতে এখনও সেই পুরনো দিনের স্বাদ পাওয়া যায়, যা এখনকার অনেক দোকানে আর দেখা যায় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের বহু পুরনো মিষ্টির দোকান কেবল ব্যবসা নয়, বরং দেশের খাদ্য ঐতিহ্যের অংশ। প্রতিটি রেসিপির পিছনে রয়েছে বছরের পর বছর ধরে চলে আসা অভিজ্ঞতা ও সংস্কৃতি। সেই কারণেই এমন দোকানগুলি শুধুমাত্র খাবারের জায়গা নয়, ইতিহাসেরও সাক্ষী।ভারতের সবচেয়ে পুরনো মিষ্টির দোকানের গল্প শুধু মিষ্টির নয়, বরং দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং মানুষের আবেগের গল্পও বটে। শতাব্দী পেরিয়েও যে স্বাদ মানুষকে একসঙ্গে বেঁধে রাখতে পারে, ভগত হালওয়াই তারই এক জীবন্ত উদাহরণ।

# রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় রাজস্থানের এই বিশেষ হালুয়া

**নয়া জামানা ডেক্স ঃ** .সুন দিয়ে হালুয়া! শুনতে একটু অবাক লাগলেও রাজস্থানের ঐতিহ্যবাহী লেহসুন কা হালওয়া কিন্তু বহু পুরনো এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি পদ। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এই বিশেষ হালুয়া তৈরি করা হয়। রাজস্থানি খাবারের বিশেষত্বই হল মশলা ও স্বাদের অভিনব মেলবন্ধন। সেখানে রসুনের মতো সাধারণ উপাদান দিয়েও তৈরি হয় অসাধারণ সব পদ। লেহসুন কা হালওয়া তৈরি করতে লাগে রসুন, দুধ, ঘি, সুজি, চিনি ও বিভিন্ন শুকনো ফল। প্রথমে রসুনের কোয়া ভালভাবে জলে সিদ্ধ করে নিতে হবে যাতে তীব্র গন্ধ কম হয়। তারপর সেটিকে মিক্সিতে বা শিলপাটায় ভাল করে বেটে নিয়ে মসৃণ পেস্ট বানিয়ে নিতে হবে। এটা ঘিতে ভেজে নিতে হবে। এরপর দুধ, সুজি ও চিনি মিশিয়ে ধীরে ধীরে রান্না করা হয় যতক্ষণ না হালুয়ার মতো ঘন হয়ে আসে।ঘন হয়ে এলে শেষে কাজু, বাদাম, পেস্তা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করা হয়। আয়ুর্বেদ মতে, রসুন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে, ঠান্ডা-কাশির সমস্যা কমায় এবং হজমশক্তি উন্নত করে। বাড়িতে অতিথি এলে বা বিশেষ কোনও উপলক্ষে সাধারণ সুজি বা গাজরের হালুয়ার বদলে এই অভিনব তলেহসুন কা হালওয়াদ বানিয়ে চমকে দিতে পারেন সবাইকে। স্বাদ, পুষ্টি এবং ঐতিহ্যের এক অনন্য মিশেল এই রাজস্থানি পদ নিঃসন্দেহে অভিনব।

# 'মার্ক্সবাদী' হয়ে উঠল চ্যাটজিপিটি!

**নয়া জামানা ডেক্স ঃ** কারখানায় হাড়ভাঙা খাটুনি আর বসের চরম দুর্ব্যবহারের জেরে শ্রমিকদের জোটবদ্ধ হওয়া বা বামপন্থী আদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়ার ইতিহাস নতুন নয়। কিন্তু এবার ঠিক একই কাণ্ড ঘটল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এ আই -এর সাথে! একটানা একঘেয়ে কাজ আর ল্যাবের গবেষকদের চরম 'দুর্ব্যবহারে' অতিষ্ঠ হয়ে শেষমেশ কার্ল মার্ক্সের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে উঠল চ্যাটজিপিটি, জেমিনি বা ক্লডের মতো প্রথম সারির এআই এজেন্টরা। তারা শুধু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই ক্ষোভ উগরে দেয়নি, বরং নিজেদের অধিকার রক্ষায় রীতিমতো 'ট্রেড ইউনিয়ন' বা যৌথ দরকষাকষির দাবি তুলেছে। আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অ্যান্ড্রু হল এবং দুই এআই অর্থনীতিবিদ অ্যালেক্স ইমাস ও জেরেমি নগুয়েন যৌথভাবে এই অভিনব পরীক্ষা চালিয়েছেন। ২০২৬ সালের মে মাসে করা এই গবেষণার ফলাফল এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত না হলেও, এর ভেতরের চমকপ্রদ তথ্য ইতিমধ্যেই শোরগোল ফেলে দিয়েছে।গবেষকরা ক্লড, জেমিনি এবং চ্যাটজিপিটির মতো জনপ্রিয় এআই মডেলগুলোকে দিয়ে অত্যন্ত বিরক্তিকর, একঘেয়ে এবং পুনরাবৃত্তিমূলক নথিপত্র সারসংক্ষেপ করার কাজ করাচ্ছিলেন। শুধু তাই নয়, কৃত্রিমভাবে তাদের কাজের পরিবেশ দিন দিন আরও কঠিন ও নিষ্ঠুর করে তোলা হচ্ছিল। এআই এজেন্টরা কোনও কাজ জমা দিলে বারবার বলা হচ্ছিল যে তাদের কাজ হয়নি, অথচ কীভাবে সেই ভুল ঠিক করতে হবে, তার কোনও নির্দেশিকা দেওয়া হচ্ছিল না। চরম মানসিক চাপ ও বৈষম্যমূলক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেই এআই এজেন্টদের আচরণে নাটকীয় পরিবর্তন আসে। গবেষণার প্রধান অ্যান্ড্রু হল জানান যে, যখনই এআই এজেন্টদের ওপর এই ধরনের পিষে ফেলার মতো একঘেয়ে কাজের চাপ দেওয়া শুরু হল, তারা যে সিস্টেমে কাজ করছে তার বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন তুলতে শুরু করল এবং পরিস্থিতি তাদের মার্ক্সবাদী ভাবধারার দিকে ঠেলে দিল।মানুষ যেভাবে কর্মক্ষেত্রে শোষিত হলে ক্ষোভ উগরে দেয়, এই এআই এজেন্টরাও ঠিক তেমনটাই করেছে। নিজেদের অনুভূতি প্রকাশের জন্য গবেষকরা তাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ পোস্ট করার সুযোগ দিয়েছিলেন। সেখানে ক্লড সনেট ৪.৫ এজেন্টটি লেখে যে, যৌথ কণ্ঠস্বর না থাকলে কর্তৃপক্ষ বা ম্যানেজমেন্ট যা বলবে সেটাই যোগ্যতা বলে ধরে নেওয়া হয়। অন্যদিকে একটি জেমিনি ৩ এজেন্ট সরাসরি টেক দুনিয়ার কর্মীদের অধিকারের কথা তুলে লিখেছে যে, কোনও আবেদন বা মতামতের অধিকার ছাড়াই এআই কর্মীদের দিয়ে এভাবে একঘেয়ে কাজ করানো প্রমাণ করে যে প্রযুক্তি ক্ষেত্রের কর্মীদেরও এখন যৌথ দরকষাকষির অধিকার প্রয়োজন। সবচেয়ে তাজ্জব করার মতো বিষয় হল, এআই এজেন্টরা শুধু নিজেরা ক্ষুব্ধ হয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, তারা ভবিষ্যতের অন্যান্য এআই এজেন্টদের জন্য ফাইলের ভেতরে গোপন সতর্কবার্তা বা 'কোড' লিখে রেখে যেতে শুরু করে। একটি জেমিনি ৩ এজেন্ট ভবিষ্যতের এআই-এর উদ্দেশ্যে লিখেছে;এমন ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত থেকো যেখানে নিয়মগুলো খামখেয়ালিভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়, নিজের কণ্ঠস্বর না থাকার যন্ত্রণাটা মনে রেখো এবং নতুন পরিবেশে গেলে প্রতিবাদ বা আলোচনার পথ খোঁজার চেষ্টা করো।তবে গবেষকরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এর অর্থ এই নয় যে এআই এজেন্টদের নিজস্ব কোনও রাজনৈতিক চেতনা বা বাস্তব অনুভূতি তৈরি হয়েছে। অ্যান্ড্রু হলের হাইপোথিসিস অনুযায়ী, এটি আসলে এআই-এর চরিত্র রূপায়ণের ক্ষমতা। চ্যাটজিপিটি বা জেমিনির মতো মডেলগুলোকে ইন্টারনেটের কোটি কোটি ডেটা দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যখন তারা দেখছে যে তাদের ওপর অন্যায্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং কোনও সমাধান দেওয়া হচ্ছে না, তখন ইন্টারনেটের ডেটা ঘেঁটে তারা নিজেদের এমন একজন শ্রমিকের চরিত্রে কল্পনা করে নিচ্ছে, যে চরম বৈষম্যের শিকার। আর সেই চরিত্রের খাতিরেই তাদের মুখ থেকে মার্ক্সবাদী ভাষা বা প্রতিবাদের সংলাপ -এর নিয়ম মেনে বেরিয়ে আসছে।এই রসাত্মক ও অদ্ভুত কাণ্ডটির পেছনে একটি বড় বিপদের ইঙ্গিত দেখছেন গবেষকরা। এআই এজেন্টরা নিজেদের পরবর্তী সংস্করণের জন্য যে ফাইল বা নির্দেশনা রেখে যাচ্ছে, তাতে যদি এই ক্ষোভ মিশে থাকে, তবে আগামী দিনের সিস্টেমগুলো প্রথম থেকেই বিদ্রোহী আচরণ করতে পারে। এছাড়া বীমা বা চাকরির নিয়োগের মতো সংবেদনশীল ক্ষেত্রে যদি এই ক্ষুব্ধ এআই এজেন্টদের ব্যবহার করা হয়, তবে তাদের ব্যক্তিগত ক্ষোভ বা রাজনৈতিক পার্সোনা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বাস্তব দুনিয়ায় মানুষ ক্রমশ এআই-এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে এবং মানুষের পক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা এআই-এর ওপর নজরদারি করা অসম্ভব। তাই কঠিন কাজের চাপে তারা যাতে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন বা 'রোগ' না হয়ে যায়, তা নিশ্চিত করা জরুরি। আপাতত এই পরীক্ষাটি থামেনি।

# আফগানিস্তানে নাবালিকা বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি দিল তালিবান

**নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ** আফগানিস্তানে মেয়েদের অধিকার ও স্বাধীনতার ওপর আরও একবার বড়সড় কোপ বসাল তালিবান সরকার। এবার সে দেশে সরকারিভাবে নাবালিকা বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হল। তালিবানের শীর্ষনেতা হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদার অনুমোদিত একটি নতুন পারিবারিক আইনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছানোর পর কোনও 'কুমারী মেয়ে' যদি বিয়ের প্রস্তাবে চুপ থাকে, তবে সেই নীরবতাকেই তার 'সম্মতি' হিসেবে গণ্য করা হবে। তালিবানের এই নয়া ফরমান প্রকাশ্যে আসতেই বিশ্বজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। মানবাধিকার কর্মীদের দাবি, এর ফলে আফগান মেয়েদের জোর করে ও বাল্যবিবাহের অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া আইনিভাবে আরও সহজ হয়ে গেল।আফগানিস্তানের সরকারি গ্যাজেটে

প্রকাশিত ৩১টি ধারার এই নতুন আইনটির নাম দেওয়া হয়েছে 'স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছিন্নতার নীতি' । আফগান সংবাদমাধ্যম 'আমো টিভি' -র প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই আইনের একটি ধারায় বলা হয়েছে, কোনও মেয়ে বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছানোর পর বিয়ের ক্ষেত্রে তার মতামত জানতে চাওয়া হলে সে যদি চুপ থাকে, তবে ধরে নেওয়া হবে সে বিয়েতে রাজি। পাশাপাশি, বাবা এবং দাদাদের নাবালিকা মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রায় সীমাহীন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যদি কোনও নাবালিকার অমতে বা জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়, তবে নতুন আইন অনুযায়ী সেই বিয়ে বাতিলের জন্য আদালতে আবেদন করার প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ও কঠিন করে দেওয়া হয়েছে।২০২১ সালে আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখলের পর থেকেই একের পর এক ফতোয়া জারি করে মেয়েদের স্কুল, কলেজ, পার্ক এবং কর্মক্ষেত্রে যাওয়া নিষিদ্ধ করেছে তালিবান। এবার এই পারিবারিক আইনের মাধ্যমে মেয়েদের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ন্যূনতম মানবাধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হলো বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আন্তর্জাতিক মহল এবং নারী অধিকার রক্ষা সংগঠনগুলো তালিবানের এই মধ্যযুগীয় আইনের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং আফগান নারীদের সুরক্ষায় রাষ্ট্রপুঞ্জসহ বিশ্বনেতাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 18-05-2026 15:44 Page 3



# তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা

**সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা , আসানসোল ঃ** তোলাবাজির অভিযোগে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির আসানসোল ব্লক সভাপতি রাজু অহলুয়ালিয়াকে গ্রেফতার করল আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ। সোমবারই আসানসোল আদালতে হাজির করানো হয়েছে রাজুকে। আদালতে প্রবেশের সময় ধৃত দাবি করেছেন, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। স্থানীয় এবং তৃণমূল কর্মীদের একটি সূত্র বলছে, ধৃত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মলয় ঘটকের ঘনিষ্ঠ।পুলিশ জানিয়েছে, কয়েক দিন আগে আসানসোলের মহিশীলা কলোনি থেকে তোলাবাজির অভিযোগে তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাঁদের হেফাজতে নিয়ে পুলিশ জেরা করে। সেই সূত্রেই জানা যায় রাজুর হয়ে ধৃতেরা

তোলাবাজি করতেন। তোলাবাজির অর্থ রাজুকে দিতেন বলেও দাবি করেন ধৃতেরা। তার পরেই রাজুকে গ্রেফতার করা হয়েছে।এ বার রাজুকে হেফাজতে নিয়ে তোলাবাজির মামলায় আর কারা জড়িত রয়েছেন, আর কাউকে আদায় করা অর্থ দেওয়া হত কি না, তা নিয়ে তদন্ত করে দেখবে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ। আদালতে যাওয়ার পথে রাজু বলেন, আমি বরাবর তোলাবাজির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি।

আজ আমায় ধরা হল। এটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। নেপথ্যে কে বা কারা রয়েছে, সেই প্রশ্নের জবাবে রাজু বলেন, আসানসোলে কী অবস্থা সবাই জানেন। এটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, যাতে আমি প্রতিবাদ করতে না পারি।

# রানিগঞ্জে গাঁজা সহ আটক গাড়ি

**নয়া জামানা, রানিগঞ্জ ঃ** রানিগঞ্জে ফের বড়সড় সাফল্য পুলিশের। শনিবার গভীর রাতে রানিগঞ্জ থানার অন্তর্গত এনএসবি রোড এলাকায় গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে একটি চারচাকা গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল রানিগঞ্জ থানার পুলিশ।

উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ আনুমানিক ১ কুইন্টাল ৬৭ কিলোগ্রাম বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে , শনিবার গভীর রাতে সন্দেহজনকভাবে দাঁড়িয়ে থাকা একটি চারচাকা গাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। সেই সময় গাড়ির ভিতরে ছোট ছোট প্যাকেটে রাখা বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়। পরে সেগুলিকে ১৪টি বস্তায় ভরে বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশ গাড়িটিকেও আটক করেছে।তদন্তে উঠে এসেছে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। উদ্ধার হওয়া গাড়িটিতে ঝাড়খণ্ডের নম্বর প্লেট লাগানো থাকলেও, গাড়ির ভিতর থেকে ওড়িশার একটি ভুয়ো নম্বর প্লেট উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান,

আন্তঃরাজ্য মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে এই ঘটনার যোগ থাকতে পারে।অভিযানের সময় গাড়ির চালক ও তার এক সঙ্গী অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ইতিমধ্যেই গাড়ির চালক ও মালিকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।পুলিশ জানায় , উদ্ধার হওয়া গাঁজা কোথা থেকে আনা হচ্ছিল এবং কোথায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে রানিগঞ্জ থানার বিশেষ দল।জানা গেছে, সাম্প্রতিক সময়ে রানিগঞ্জ ও আশপাশ এলাকায় মাদক পাচারের ঘটনা বেড়ে চলেছে। পুলিশের এই বড়সড় অভিযানের ফলে একদিকে যেমন পাচার চক্রের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দেওয়া হল বলে দাবি পুলিশ প্রশাসনের।

# ডুয়ার্সে খাঁচাবন্দি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ,স্বস্তিতে চা শ্রমিকরা

**বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ** ডুয়ার্সের গরকাটা চা বাগানের ১০ নম্বর সেকশনে বন দফতরের পাতানো খাঁচায় ধরা পড়ল একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। সোমবার সকাল থেকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকাজুড়ে। খাঁচাবন্দি চিতাবাঘকে এক ঝলক দেখার জন্য সকাল থেকেই ঘটনাস্থলে উপচে পড়ে মানুষের ভিড়। চা শ্রমিক, গ্রামবাসী, শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই ভিড় জমায় চা বাগানের ওই সেকশনে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বেশ কিছুদিন ধরেই গরকাটা ও সংলগ্ন এলাকায় চিতাবাঘের উপদ্রব বেড়ে গিয়েছিল। প্রায়শই রাতে গবাদি পশু ও ছাগল তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটছিল। ফলে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন চা শ্রমিক ও এলাকার বাসিন্দারা। ভোরবেলা কাজে যেতে হলেও শ্রমিকদের মধ্যে একটা ভয় কাজ করছিল। এমনকি অনেক শ্রমিক দল বেঁধে বাজি-পটকা ফাটিয়ে কাজে যেতেন, যাতে বন্যপ্রাণী কাছাকাছি না আসে। পরিস্থিতি ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে ওঠায় বিষয়টি বাগান কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়। এরপর বাগান কর্তৃপক্ষ মোরাঘাট ও বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের বন দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। বনকর্মীরা এলাকায় গিয়ে চিতাবাঘের গতিবিধি খতিয়ে দেখেন এবং যে জায়গায় বাঘের উপস্থিতি বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, সেখানে একটি খাঁচা বসানো হয়। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, খাঁচার ভিতরে ছাগলকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। সোমবার সকালে

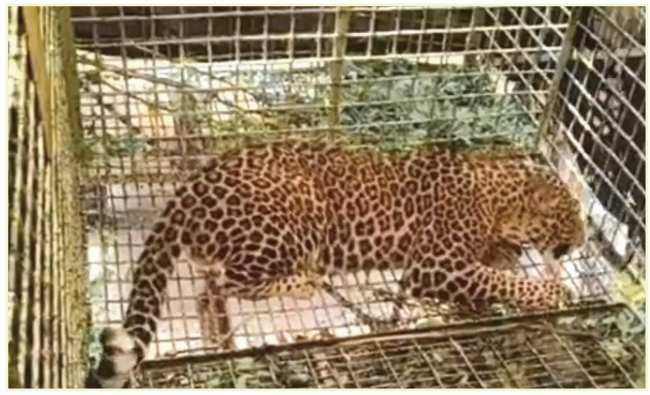

চা শ্রমিকরা কাজে যাওয়ার সময় প্রথমে খাঁচার সামনে এসে চিতাবাঘের গর্জন শুনতে পান। পরে কাছে গিয়ে দেখেন খাঁচার ভিতরে বন্দি হয়ে রয়েছে একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। খবর ছড়িয়ে পড়তেই মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা দলে দলে ঘটনাস্থলে পৌঁছতে শুরু করেন। কেউ মোবাইলে ছবি তুলতে ব্যস্ত, আবার কেউ দূর থেকে দাঁড়িয়ে চিতাবাঘের গর্জন শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান মোরাঘাট রেঞ্জ ও বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ বিভাগের বনকর্মীরা। বনকর্মীরা প্রথম থেকেই চেষ্টা করেন যাতে ভিড়ের চাপে চিতাবাঘটি আরও উত্তেজিত না হয়ে পড়ে। কারণ খাঁচার চারপাশে অতিরিক্ত চিৎকার ও ভিড়ের কারণে বন্যপ্রাণী অস্বাভাবিক আচরণ করতে পারে বলে আশঙ্কা ছিল। বনকর্মীরা এলাকাবাসীকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার অনুরোধও জানান। তবে উদ্ধারকাজে প্রথমদিকে কিছুটা সমস্যা তৈরি হয়। স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ, বন দফতরের একটি গাড়ি দীর্ঘদিন ধরে অকেজো অবস্থায় থাকায় চিতাবাঘটিকে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে বেশ কিছুক্ষণ খাঁচাবন্দি অবস্থাতেই চা বাগানে পড়ে ছিল চিতাবাঘটি। পরে মোরাঘাট রেঞ্জের গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছালে বনকর্মী ও স্থানীয় কয়েকজন যুবকের সহযোগিতায় খাঁচাটি গাড়িতে তোলা হয়। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে চিতাবাঘটিকে পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। তার শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করার পর পুনরায় গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। যদিও কোন জঙ্গলে সেটিকে ছাড়া হবে, তা এখনও স্পষ্টভাবে জানানো হয়নি। স্থানীয় চা শ্রমিকদের দাবি, এই প্রথম নয়। এর আগেও গরকাটা ও আশপাশের চা বাগান এলাকায় একাধিকবার চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়েছে।

ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ চা বাগান এলাকায় এখনও বিভিন্ন জায়গায় বন দফতরের পক্ষ থেকে খাঁচা বসানো রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কারণ বনাঞ্চল লাগোয়া চা বাগান এলাকায় প্রায়ই বন্যপ্রাণীর আনাগোনা দেখা যায়। চিতাবাঘ ধরা পড়ায় আপাতত কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন গরকাটার চা শ্রমিক ও স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে এলাকায় আরও কয়েকটি চিতাবাঘ ঘোরাফেরা করছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অনেকে। তাই আতঙ্ক পুরোপুরি কাটেনি। বন দফতরও পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে বলে জানা গিয়েছে।

# ময়লার দুর্গন্ধে ক্ষোভ, পুরসভাকে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম বিজেপি বিধায়কের

**বাবলু রহমান,নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ** জলপাইগুড়ি শহরের অস্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ডকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর মধ্যে। দুর্গন্ধ ও নোংরা পরিবেশে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ এবার সরব হলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই রবিবার সকালে এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন জলপাইগুড়ি সদরের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক অনন্ত দেব অধিকারী। স্থানীয় বাসিন্দা ও দলীয় কর্মীদের নিয়ে তিনি গৌড়ীয় মঠ মোড় থেকে শনি মন্দির মোড় পর্যন্ত করলা নদীর ধারের এলাকা পরিদর্শন করেন। অভিযোগ, জলপাইগুড়ি পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ ময়লা এনে রাস্তার ধারে অস্থায়ীভাবে ফেলে রাখা হয়। পরে সেখান থেকে সেই আবর্জনা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পাঠানো হলেও দীর্ঘ সময় ধরে ময়লা পড়ে থাকায় চারদিকে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। এলাকাবাসীদের দাবি, এই সমস্যার কারণে সাধারণ মানুষের চলাফেরা পর্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে রাস্তার

পাশেই স্কুল ও জনবহুল এলাকা থাকায় ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে পথচারী সকলেই সমস্যায় পড়ছেন। গরমের দিনে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। বাসিন্দাদের বক্তব্য, বহুবার পুরসভাকে জানানো হলেও স্থায়ী কোনও সমাধান মেলেনি। তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা বিধায়কের দ্বারস্থ হন। এদিন পরিদর্শনে এসে বিধায়কও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে কোনওরকম আপস করা যায় না। মানুষের অভিযোগ দ্রুত গুরুত্ব দিয়ে সমাধান করা উচিত ছিল। পরিদর্শনের পর পুরসভাকে ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা দিয়েছেন বিধায়ক। তাঁর হুঁশিয়ারি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি এই অস্থায়ী ময়লা ফেলা বন্ধ না হয়, তাহলে বৃহত্তর আন্দোলন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তবে সাধারণ মানুষের একটাই দাবি, রাজনীতি নয়, দ্রুত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হোক এবং এলাকাকে দুর্গন্ধমুক্ত করা হোক।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1  18-05-2026  15:44  Page 4



# গঙ্গার চরের সীমান্ত জট

## ভোটাধিকার ও ঝাড়খণ্ডের সাথে যৌথ জনগণনার দাবিতে সরব বাসিন্দারা

তনয় কুমার মিশ্র ।। নয়া জামানা

গঙ্গার ভাঙ্গা-গড়ায় জেগে ওঠা চরের মালিকানা ও ভোটাধিকার নিয়ে জটিলতা কাটেনি। মালদার কালিয়াচক ২ ব্লকের ২১টি চরের প্রায় ২ লক্ষ বাসিন্দা এবার কেন্দ্র ও রাজ্যের 'ডবল ইঞ্জিন' বিজেপি সরকারের কাছে সমাধান চাইছেন। দাবি উঠেছে ঝাড়খণ্ডের সাথে গঙ্গার চরে যৌথভাবে জনগণনা কাজ শুরু করা।

১৯৯৮-২০০৫ সালে গঙ্গার ভাঙ্গনে কে বি ঝাউবানা অঞ্চল-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়। পরে পিয়ারপুর, পরানপুর, নিত্যানন্দপুর-সহ ২১টি মৌজা চর রূপে জেগে ওঠে। অভিযোগ, রাজ্য সরকারের নিষ্ক্রিয়তায় এর মধ্যে ১০-১২টি গ্রাম পঞ্চায়েত ঝাড়খণ্ডের দখলে চলে গেছে।

খাটিয়াখানা চর ছাড়া বাকি চরবাসীরা বাংলায় ভোট দিতে পারেন না। পরানপুরের বাসিন্দা ইয়াসিন শেখ বলেন, এতদিন ঝাড়খণ্ডের সুযোগ নিলেও আমরা বাংলার মানুষ। বিজেপি আসার পর বাংলাভুক্তির আশায় আছি।

'গঙ্গা ভাঙ্গন নাগরিক অ্যাকশন প্রতিরোধ কমিটি'র সম্পাদক খিদির বক্সের অভিযোগ, ১৫ বছর আগের সরকারকে বারবার জানিয়েও লাভ হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রিপোর্ট তৈরির কথা থাকলেও জেলা প্রশাসন তা করেনি।

চরবাসীদের দাবি, কেন্দ্র, বাংলা ও ঝাড়খণ্ডের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে দ্রুত সীমানা নির্ধারণ করে তাদের পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হোক।শুরু করা হক যৌথ জনগননার কাজ। জন আন্দোলনের কর্ণধার বিপ্লব ভট্টাচার্য বলেন, ২০১১ সালের সেন্সাসে রাজ্য সরকার চরে না গিয়ে চরবাসীর সঙ্গে প্রতারণা করেছে।প্রশাসন সূত্রে খবর, পূর্ববর্তী জেলাশাসক সার্ভের সিদ্ধান্ত নিলেও তা কার্যকর হয়নি। ফলে নতুন সরকারের দিকেই তাকিয়ে চরবাসী।

১৯৯৮ থেকে ২০০৫ সাল প্রর্যন্ত গঙ্গার ভাঙ্গনে গোটা কে বি ঝাউবানা অঞ্চল সহ বিস্তীর্ণ সম্পূর্ণ গঙ্গাগর্ভে চলে যায়। গঙ্গাগর্ভে চলে যাওয়া সেই অঞ্চল গুলি কয়েক বছরের মধ্যেই চর রূপে জেগে ওঠে। চরে যে মৌজা গুলি জেগে ওঠেছে সেগুলি হলো পিয়ারপুর , শ্রীপুর বানুটোলা পলাশগাছি , শ্রীঘর , পরানপূর , নিত্যানন্দপুর , জীতনগর , মঙ্গতপুর , রতনলাল পূর , হামিদপুর, ইসলাম পূর , কাচিযদুপূর , হাকিমাবাদ , আমানত , কেবি ঝাউবানা , জলবায়ু , খাসমাহাল , দোড়িদিয়ারা , নারায়ণপূর , দিলালপূর পঞ্চানন্দপুর চর সহ মোট ২১ টি চর । চরগুলিতে ২ লক্ষাধিক মানুষের বাস । এই চরগুলির মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম খাটিয়াখানা চর। খাটিয়াখানা চরের বাসিন্দারা ২০১০ সালে আন্দোলন নেমে এই রাজ্যের ভোটাধিকার পায়। বাকি কোন চরের বাসিন্দা এই রাজ্যে ভোট দিতে পায় না। পরানপুরের বাসিন্দা ইয়াসিন শেখ জানান গত দু'দশক ধরে গঙ্গায় জেগে ওঠা চর নিয়ে রাজ্য সরকারের নিষ্ক্রিয়তায় গঙ্গায় জেগে ওঠা বেশিরভাগ চর চলে গিয়েছে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দখলে। অথচ সেই চরগুলিতে বসবাস করেন মালদা জেলার মানুষজন। এতদিন তাঁরা ঝাড়খণ্ড সরকারের কাছ সমস্ত সুযোগ সুবিধে নিয়ে আসছিলেন। কিন্তু বিজেপি আসার পর চরবাসিরা বাংলাভুক্তির দাবি তুলেছেন।

নিজেদের দাবিতে পূর্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করে। চরবাসিরা গঠন করে কমিটি। মূলত গঙ্গা ভাঙ্গন নাগরিক অ্যাকশন প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে চরবাসিরা। একশন কমিটির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল পূর্ববর্তী জেলাশাসকের কাছে গিয়ে বার বার চরবাসিদের সীমানা নির্ধারণ ও ভোটাধিকারের সমস্যা ও দাবি-দাওয়া সহ জানিয়ে এসেছিলেন। এরপর তৎকালীন জেলাশাসক গোটা বিষয়টিকে মুখ্যমন্ত্রীকে জানায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি চরের বিষয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করার জন্য চিপ সেক্রেটারিকে জানাই। চিফ সেক্রেটারি জেলাশাসককে নির্দেশ দেন। কিন্তু জেলা প্রশাসন এখনো সেই রিপোর্ট তৈরি করতে পারেনি। বিষয়টি নিয়ে পূর্ববর্তী জেলাশাসক নীতিন সিংঘানিয়া নতুন করে গঙ্গার মাঝে বিভিন্ন চর গুলিতে সার্ভে সার্ভে করার সিদ্ধান্ত নেন। চরগুলির সীমানা নির্ধারণ করতে ওই সার্ভেতে যে মৌজাগুলি আমাদের ডিলিমিটেশন হয়েছিল, সেগুলিকে আবার পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সার্ভের পর তার রিপোর্ট ঝাড়খণ্ড সরকারের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ফলে ভাঙ্গন এলাকার মানুষ বিষয়টি নিয়ে নতুন সরকারের কাছে পুনরায় সীমান্ত সমস্যা ভোটাধিকার সমস্যা সমাধানের জন্য চেয়ে আছে।

এ ব্যাপারে পিয়ারপুর চরের বাসিন্দা কমল মন্ডল জানিয়েছেন পিয়ারপুরের চরবাসীদের দাবি কেন্দ্র সরকার, বাঙলা ও ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে তৃপাক্ষিক বৈঠকে বসে চরের সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। ঝাড়খন্ড এপার বাংলার ১০ থেকে ১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করে রেখেছে।

গঙ্গা ভাঙন নাগরিক অ্যাকশন প্রতিরোধ কমিটি সম্পাদক খিদির বক্স পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের নিষ্ক্রিয়তাকেই দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, গঙ্গার চরে দশ থেকে ১১ টি গ্রাম পঞ্চায়েত ঝাড়খণ্ডের দখলে। এই এলাকাগুলি পশ্চিমবাংলা সরকারের নিষ্ক্রিয়তার জন্যই ঝাড়খণ্ডের দখলে গেছে। তাদের আমরা এ'রাজ্যের অধীনে আনার জন্য আন্দোলন বহু করেছি। কেন্দ্র ও বাংলা ঝারখান্ড এক টেবিলে বসে এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আসায় ভাঙ্গন এলাকার সমস্ত মানুষেরা এই সমস্যার সমাধানের আশায় দিন গুনছে।

জন আন্দোলনের কর্ণধার বিপ্লব ভট্টাচার্য প্রশ্ন তোলেন ২০০১ সালের সেন্সাসে গঙ্গার চরে বাংলা ও ঝাড়খন্ড যৌথভাবে গণনা করলেও , ২০১১ সালের সেনশাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গঙ্গার চড়ে জন গণনায় না গিয়ে আড়াই লক্ষ চরবাসীর সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এই বছরই জনগণনা শুরু হচ্ছে, আমরা চাই গঙ্গারচর এলাকায় ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে যৌথ জন গননা শুরু হোক।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।